‘চাল রপ্তানিঃ একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা’-বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশকে একটি সম্ভাব্য চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পর্যালোচনা

সেমিনারটি ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে ঢাকার বনানীতে অবস্থিত ‘পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট’-এ অনুষ্ঠিত হয়।

‘চাল রপ্তানিঃ একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা’- বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশকে একটি সম্ভাব্য চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পর্যালোচনা

ড. সেলিম রশিদ কমপ্যাক্ট টাউনশিপের তৃতীয় সেমিনারে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সেমিনারটি রাউন্ডটেবিল ফর্মেটে পরিচালিত হবে এবং বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে একটি চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে এগিয়ে নেয়ার জন্য কিভাবে পরিকল্পনা নেয়া যায়, তা আলোচনা করা হবে। তিনি মার্কেটে ব্যুরোক্র্যাটিক সিস্টেমের অস্তিত্ব এবং অর্থনীতির উপর এর প্রভাব বিষয়ে আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া দেশের বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার উপর উপস্থিত সকলকে তাগিদ দেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চালের মুল্য একটি অপরিসীম ভুমিকা পালন করে থাকে। যদি চালের মুল্য বেড়ে যায়, তাহলে কৃষিজমির মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট পেশার ব্যবসায়ীরাও বড় অঙ্কের মুনাফা অর্জন করে থাকেন।

তিনি একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন যেখানে প্রায় ৮ মিলিয়ন মানুষ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যাদের কৃষিকাজ এবং কৃষিভূমির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর মানুষদেরও পলিসি প্রনয়নের সময় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে- বলে তিনি মত দেন।

বাংলাদেশের সকল ধরণের ভুমিতে ধান উৎপাদনের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। বাজারের ব্যুরোক্র্যাটিক সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রন করতে পারলে এবং সাংগঠনিক সমস্যা দূর করতে পারলে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

আলচনায় বৈদেশিক রেমিটেন্সের উপর অর্থনীতির প্রভাব বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমান বছরগুলোতে নিজেদের অভন্ত্যরীন চাহিদা মেটানোর জন্য লক্ষ্যমাত্রা পরিমান চাল উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু আমরা এর থেকে বেশি পরিমান চাল উৎপাদন করতে পারি। আমরা এই উদ্ধৃত পরিমান চাল প্রতি কেজি ৬০ টাকা দরেও যদি বিশ্ব বাজারে বিক্রয় করতে পারি, তাহলে আমাদের কৃষকেরা প্রতিবছর মুনাফা হিসেবে ১২০০ মিলিয়ন টাকা অর্জন করতে পারবে।

সঠিক সেক্টরে বিনিয়গের সুবিধা না থাকায়, দেশের যেসব পরিবার বৈদেশিক রেমিটেন্স উপার্জন করেন, তারা জমি কেনার প্রতি উৎসাহিত হন। যার ফলশ্রুতিতে ভূমির মুল্য বাড়তে থাকে। এটা ধান উৎপাদন এবং বাজারজাতকরনের উপর ব্যপক প্রভাব ফেলে।

জনাব রুহুল আমীন বলেন, গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী মানুষেরা এখন অর্থনৈতিক ব্যপারে এখন অনেক সচেতন। কোন শস্য চাষ এবং উৎপাদন করলে বেশি লাভ অর্জন সম্ভব এটা এখন কৃষকেরা নিজেরাই বিবেচনা করে নিতে পারেন।

তিনি জানান, ১৯৯৩ সালে জনাব এরশাদুল হক ‘চাল রপ্তানি সেল’ (Rice Export Cell) নামক একটি প্রকল্প প্রনয়ন করেন যা সেসময় ব্যবসায়িদের আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের উদ্ধৃত চাল কেনার জন্য থাইল্যান্ড থেকে একটি বিশেষজ্ঞ টিম এদেশে আসে। কিন্তু পরবর্তী সরকার তার ক্ষমতা গ্রহণের পরে ‘চাল রপ্তানি সেল’কে প্রত্যাহার করে নেন এবং এই প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি আর জানান, এক সময়ে সরকার গম উৎপাদনের জন্য উৎসাহপ্রদান করতো এবং পরবর্তীতে এই সেক্টরটি বেসরকারি খাতে চলে যায়। এই সেক্টরে উৎপাদন এবং সরবরাহ আগের তুলনায় বেড়েছে। বর্তমান পরিসঙ্খানে দেখা যায় গমের উৎপাদন প্রায় ৮৫ মিলিয়ন মেট্রিকটন যা দেশের প্রয়জনের তুলনায় প্রতুল।

জনাব রুহুল আমিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে, জনাব নাজমুল হোসেন জানান যে, সরকারের পরিবর্তনের সাথে খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে ছোলা মুলত অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা হয়। সেখানের উৎপাদনের খরচ এদেশের তুলনায় খুবই কম। আমরা যদি হিমাগারে এই ছোলা সংরক্ষণ করে সঠিক সময়ে যদি আমদানি করা যায় তাহলে এর মুল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে। এই বিষয়ে সরকারের অবশ্যই সঠিক পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন।

প্রফেসর জেড করিম জানান বর্তমানে কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন এনজিও এবং গবেষকদের অনেক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টি অর্জন সম্ভব। তাঁর মতে, দরিদ্র কৃষকদের মুনাফার বিষয়টিতে আমাদের সচেতন দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কারন দিনশেষে এই দরিদ্র কৃষকেরা নামমাত্র মুনাফা অর্জন করে থাকেন। এছাড়াও গম উৎপাদন এবং পোলট্রি সেক্টর আগের তুলনায় বেড়ে চলছে। অন্যান্য প্রক্রিয়াকরন ও উৎপাদন সেক্টরকে উন্নয়নের জন্য কি পরিমান ভর্তুকি এবং সহায়তা প্রয়োজন তাও যাচাই করে দেখতে হবে।

জনাব মাহবুব জামিল জানান, বর্তমানে সকল ইস্যুকে রাজনীতির মাপকাঠিতে দেখার কারনে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াতে একটি নেতিবাচক প্রভাব বিরাজ করে। এছাড়া প্রতিবছর সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি হয় যা কৃষকদের উপর সরাসরি একটি খারাপ প্রভাব ফেলে। তিনি আর বলেন যে, বুরক্রেটিক ডিসিশন অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু নিরাশার কথা হল, বুর‍্যক্রেটরা পলিটিকাল দলের নীতিগত সিদ্ধান্তের বাইরে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

চাল রপ্তানির জন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ককে মুল্যায়ন করা প্রয়োজন। নগরায়নের সাথে কৃষিভূমির পরিমান দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। আমরা কিভাবে কৃষিভূমিকে রক্ষা করতে পারব এবং একইসাথে কিভাবে কৃষকদের সাপোর্ট দেয়া সম্ভব তা যাচাই করতে হবে। শহুরে ধনিকশ্রেণীর দখলে থাকা কৃষিভূমিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তাও বিবেচনা করতে হবে।

জনাব নাজমুল বলেন কৃষি সেক্টরে যে সকল গবেষণা করা হচ্ছে তা অতন্ত্য চমৎকার। কৃষির অগ্রযাত্রায় গবেষকদের ভুমিকা অনস্বীকার্য। তার মতে প্রতি বছর সরকার কী পরিমান চাল রপ্তানি করবে তার একটা লক্ষ্যমাত্রা

নির্ধারণ করে রাখা উচিত, এতে করে কৃষকদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সরাসরি সম্পৃক্ত করা যাবে। কী পরিমানে চাল দেশের জন্য প্রয়োজন এবং কী পরিমান চাল আমরা বাইরে রপ্তানি করতে পারব এটা প্রথমেই নির্ধারিত হতে হবে।

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের সরকার চাল রপ্তানিতে দক্ষ নয়। প্রাইভেট সেক্টরকে এক্ষেত্রে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে।

জনাব নাজমুলের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জনাব মাহবুব জামিল বলেন, পুর বিষয়টিকে মনিটর ও প্রিচালনা করার জন্য একটি 'রেগুলেটরি কমিশন' দরকার হবে।

জনাব আব্দুল মুয়িদ চৌধুরী বলেন আমাদের যদি চাল রপ্তানি করতে হয়, তাবে সরকারকে প্রথমে এই সেক্টরটা চালু করতে হবে। অতঃপর এখানে রপ্তানিকারকদের জন্য কিছু আইন ও বাধ্যবাধকতা প্রণয়ন করতে হবে।

সরকার সেমিনারগুলোর যেই ফলাফল আসছে টা থেকে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেনা। এই খাতে একটি সঠিক দিকনির্দেশনা ও প্রস্তাবনা প্রয়োজন। নতুন ব্র্যান্ড চালুর মাধ্যমে এবং মার্কেট ফ্যাক্টরগুলোকে প্রমট করার মাধ্যমে সরকার অন্যান্য সমস্যাগুলোকে দূর করতে পারবে।

এছাড়া সরকারের নেয়া পলিসিগুলো কখনো নতুন প্রজন্মকে লক্ষ্য করে করা হয়না। আমাদের নতুন প্রজন্মদের কিভাবে আর কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলা যায় সেদিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। উৎপাদনের লক্ষমাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ ভাবে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। সবশেষে নতুন প্রজন্মকে দেশে থেকে দেশ সেবা করার জন্য আমাদের উপযুক্ত পরিবেশ বিনির্মাণ করতে হবে।

জনাব আব্দুল মুয়িদ চৌধুরী বলেন, 'আরইবি' কৃষিকাজে ব্যবহৃত গভীর নলকূপকে বাণিজ্যিক করে ফেলেছে। এই সিদ্ধান্ত এখনো পরিবর্তিত হয়নি। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা কৃষিকাজ বা কৃষি সম্পর্কিত কোনো বিশ্যের সাথে প্রতক্ষভাবে জড়িত নয়। তাই কৃষিখাতে উন্নতি ঘটলেও ভোক্তা হিসেবে তারা কোনও সুবিধা ভোগ করবেনা। আমরা কিভাবে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সম্পৃক্ত করতে পারব, সেটা আমাদের গবেশনা করে বের করতে হবে।

জনাব নাজমুল হোসেন বলেন কৃষিখাতে উন্নয়নের জন্য এবং উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করতে হলে ব্যবসায়ীদের যথাযথ পরিকল্পনা মাথায় রেখে সামনে এগিয়ে আস্তে হবে। এক্ষেত্রে তিনি এফবিসিসিআই এর সাথে ফরমাল বৈঠকের পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব মাহবুব জামিল বলেন, সরকারের সার ব্যবহারকে লক্ষ্যমাত্রায় আনার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য সার কারখানাগুলোকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

জনাব সেলিম রশিদ সেমিনারের আলোচনার সারকথা সংক্ষেপিত করে তার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর মতে চাল রপ্তানি করে প্রায় ১৫০ হাজার কোটি টাকা মুনাফা প্রতি বছর অর্জন করা সম্ভব এবং এই সিদ্ধান্ত দেশের জনগণের হাতেই। এক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসতেই হবে।